বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

■ বিশেষ ক্রোড়পত্র ■ বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ■ সহযোগিতায় ঃ তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ।

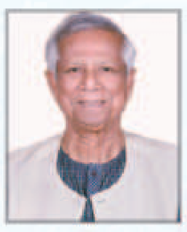

প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
০১ ফাল্গুন ১৪৩২
১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

বাণী

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সর্বস্তরের সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

১৯৯৫ সালে 'Guardian at Sea' মূলমন্ত্রকে ধারণ করে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সাগরভিত্তিক অর্থনীতির সুরক্ষা ও উপকূলীয় জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সার্বভৌম জলসীমা সংরক্ষণের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। সীমিত জনবল ও জলযান নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে সময়ের পরিক্রমায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৌশলগত দক্ষতা অর্জন এবং প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, চোরাচালান ও মানব পাচার দমন, মাদক প্রতিরোধ, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, অভয়ারণ্য বাস্তবায়ন এবং জাটকা ও ইলিশ রক্ষায় বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ভূমিকা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জরুরি পরিস্থিতিতে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে এ বাহিনী দ্রুততা ও পেশাদারিত্বের সাথে সেবা প্রদান করে থাকে। জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তীকালে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণসহ সর্বসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোস্ট গার্ডের ভূমিকার জন্য এ বাহিনীকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যরা সততা, শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব ও দেশপ্রেমের সঙ্গে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবে। সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ ও জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখতে এ বাহিনীর অবদান আগামী দিনগুলোতে আরও বিস্তৃত ও কার্যকর হবে বলে আমি আশা করি।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস

বাণী

সিনিয়র সচিব
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর নিবেদিত প্রাণ সদস্যদের প্রতি জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এই শুভক্ষণে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের অমর শহিদদের এবং ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র জনতার ঐতিহাসিক জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনে শহিদ ও আহত হওয়া অসংখ্য শিক্ষার্থী ও সাধারণ জনগণকে। তাঁদের ত্যাগ, সাহস ও অদম্য মনোবল সমগ্র জাতিকে আজও প্রেরণা জোগায় এবং ন্যায়ের পথে ঐক্যবদ্ধ থেকে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে অনুপ্রাণিত করে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রজ্ঞাপূর্ণ নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নযাত্রা অব্যাহত রাখতে উপকূলীয় অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ, সমুদ্রবন্দরসমূহে নিরাপত্তা প্রদান, মাদক ও মানব পাচার দমন, অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড যে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে, তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপকূলীয় জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে কোস্ট গার্ড, জনমানুষের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে দেশে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

০৫ আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের গৃহীত সময়োপযোগী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে অপারেশন ডেভিল হান্ট পরিচালনা, বাংলাদেশ সচিবালয় ও বিভিন্ন বিদেশী দুতাবাসসমূহের নিরাপত্তা প্রদান, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, গণশুনানি ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন অপারেশনাল কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প্রশংসনীয় অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের বিস্তৃত সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কোস্ট গার্ডের জনবল বৃদ্ধি, আবাসন সংকট মোকাবিলার পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তির জাহাজ ও হেলিকপ্টার সংগ্রহে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডকে আরও আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলতে এ সরকার সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতেও, কোস্ট গার্ড একটি আধুনিক, সুসংগঠিত ও দক্ষ সামুদ্রিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশপ্রেম ও কর্মনিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এ বাহিনীর সদস্যরা দেশের জাতীয় সমুদ্র সম্পদ সংরক্ষণে আরও বলিষ্ঠ অবদান রেখে এবং সুনীল অর্থনীতি বিকাশে অগ্রণী শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

"বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' এর সফলতা ও কল্যাণ কামনা করছি। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন ।

সিনিয়র সচিব

বিগত ০৩ (তিন) দশকে কোস্ট গার্ডের সাফল্য

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল কর্মকান্ড বর্তমান সরকারের সঠিক দিক নির্দেশনার আলোকে বিগত বছরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি বেগবান হয়েছে এবং সাফল্যের হারও আশাপ্রদভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জন্মলগ্ন থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫১ হাজার ৯২৩ কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের অবৈধ দ্রব্যসামগ্রী আটক করেছে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

অভিযান/ অপারেশনের নাম	সাফল্যের খতিয়ান
চোরাচালান প্রতিরোধ	চোরাচালান প্রতিরোধ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড জন্মলগ্ন থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রায় ১,৫০৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার বিভিন্ন প্রকার চোরাচালান পণ্য আটক করেছে
মৎস্য সম্পদ রক্ষা	৩৯ হাজার ২১৭ কোটি টাকা মূল্যমানের নিম্নলিখিত অবৈধ সামগ্রী আটক করা হয়ঃ ১। জাটকা: ৪২,৩৮,০৬৪ কেজি ২। কারেন্ট জাল: ৭৭৮,৭৪,৪৩,২৫৭ মিটার ৩। অন্যান্য জাল: ২৭৯,২১,৫৫,৩৫৫ মিটার ৪। বেহুন্দী/মশারী জাল: ২৫২,৩৪,২৯,৬৯২ পিস ৫। চিংড়ি/ফাইসা পোনা: ২,০৮২,৩০,২৯,৭১০ পিস
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অভিযানে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড নিয়মিতভাবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে জন্মলগ্ন থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত নিম্নলিখিত মাদকদ্রব্য আটক করেছেঃ ১। ইয়াবা: ৪,০৪,৬০,৪৯৬ পিস ২। বিয়ার এবং হুইস্কি: ১,৯৬,৪৩৮ ক্যান/বোতল ৩। ক্রিস্টাল মেথ আইস: ১৯.৭ কেজি ৪। দেশি/বিদেশি মদ ৬৬,২৬৬ লিটার ৫। গাঁজা: ১,০৪১.৮৫২ কেজি ৬। ফেনসিডিল: ৪৭৮ বোতল ৭। বিদেশি সিগারেট: ৩৬,২৫,৩৮৩ শলাকা ৮। মদক ব্যবসায়ী/ পাচারকারী: ১,২৫৯ জন
বনজ সম্পদ রক্ষা	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক বনজ সম্পদ রক্ষায় ১১১ কোটি ০১ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ৪,৯০,৬১০ ঘনফুট কাঠ উদ্ধার করা হয়
পরিবেশ রক্ষা	১। হরিণের মাংস: ৫,৭৭৪.৫ কেজি ২। হরিণের চামড়া: ৩৪৯টি ৩। হরিণের মাথা: ২২৭টি ৪। তক্ষক: ৫০টি ৫। চোরাকারবারী: ৫,৫১৮ জন
উদ্ধার অভিযান	১। অপহৃত জেলে/ বাওয়ালী ৪,১২১ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। ২। নৌ-পথে দুর্ঘটনা কবলিত ৩১১ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ৩। ৪৩২টি অপহৃত বা ভাসমান নৌকা উদ্ধার করা হয়।

বাণী

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ উপলক্ষ্যে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের এবং ০৫ আগস্ট ২০২৪-এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহিদ ও আহত অসংখ্য ছাত্র জনতাকে। তাঁদের আত্মত্যাগ, দৃঢ় মনোবল এবং জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার শক্তিই আজকের এ নতুন বাংলাদেশ গড়ার ভিত্তি স্থাপন করেছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড সমগ্র উপকূলীয় ও সমুদ্রগামী মানুষের নিরাপত্তা, আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উপকূলীয় অবারিত অঞ্চল, নদীপথ ও সমুদ্রসীমায় সার্বক্ষণিক উপস্থিত থেকে জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থ-সংরক্ষণে এ বাহিনী বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। জলসীমায় সার্বভৌম অধিকার রক্ষা, উপকূলীয় নিরাপত্তা ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কোস্ট গার্ডের অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর সদস্যরা উপকূলীয় ও অভ্যন্তরীণ জলসীমায় নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে দেশের সমুদ্র ও নদী বন্দরসমূহের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। একই সাথে সমুদ্রপথে মাদক পাচার, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও জলসীমাকেন্দ্রিক অপরাধ প্রতিরোধে এ বাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবনে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় থাকা বিভিন্ন ডাকাত চক্র দমনে কোস্ট গার্ড সফল ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে, যা এই অঞ্চলে বসবাসরত জেলে ও বনজীবী মানুষের জীবনমান উন্নীতকরণসহ নিরাপদ বসবাস নিশ্চিত করেছে।

এ বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে পুরোনো নৌযান প্রতিস্থাপন করে নতুন ও উন্নত জাহাজ/বোট সংযুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একইসঙ্গে অত্যাধুনিক অফশোর প্যাট্রোল ভেসেল, হোভারক্র্যাফট, হেলিকপ্টার, মেরিটাইম সার্ভেইলেন্স সিস্টেম এবং দ্রুতগতির বুলেটপ্রুফ বোট সংযোজনের পরিকল্পনা' গ্রহণ করা হয়েছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে কোস্ট গার্ডের অপারেশনাল সক্ষমতা বাড়াতে এ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ভিস্যাটনেট প্রযুক্তি, যা গভীর সমুদ্রে টহলরত জাহাজের সঙ্গে স্যাটেলাইটভিত্তিক দৃশ্যমান ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ বজায় রাখার মাধ্যমে অভিযান পরিচালনাকে আরও সুসংহত করেছে।

অবৈধ ও লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার, অপারেশন ডেভিল হান্ট পরিচালনা, সচিবালয় ও দূতাবাসমূহের নিরাপত্তা প্রদান, মাদক বিরোধী অভিযান, আন্তর্জাতিক প্রটোকল রুটে জাহাজ তল্লাশি, কৃত্রিম পণ্য সংকট রোধ, জরুরি সেবা (১৬১১১) চালু, তারুণ্যের অভিযান পরিচালনা, গণশুনানি ও সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড উপকূলীয় অঞ্চলসহ দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

আমি বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অবঃ)

বাণী

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ৩১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দিবস ২০২৬' উপলক্ষ্যে মহাপরিচালক হিসেবে এ বাহিনীর সকল কর্মকর্তা, নাবিক ও সদস্যদের জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড পেশাদারিত্ব, শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে দেশ ও জনগণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। প্রতিবারের ন্যায় এ দিবস আমাদের অতীত অর্জনের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নতুন অঙ্গীকারের সুযোগ করে দেয় বিধায় দিবসটি সমগ্র কোস্ট গার্ডের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এ গৌরবময় মুহূর্তে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের এবং ০৫ আগস্ট ২০২৪ এর বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আত্মাহুতি দানকারী শহিদ ও আহত ছাত্র-জনতাকে। তাঁদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা জাতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। দেশের ক্রান্তিকালে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে তাঁদের ত্যাগ, আমাদের ন্যায়, সাম্য ও দেশপ্রেমের আদর্শে অবিচল থাকতে আজও অনুপ্রেরণা জোগায়।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার দূরদর্শী নেতৃত্বে এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনায় দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, উপকূলীয় জলসীমা ও সমুদ্র এলাকার আইন-শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অবৈধ মৎস্য সম্পদ শিকার রোধ, মাদক পাচার প্রতিরোধ, অবৈধ অনুপ্রবেশ নিরসন, সন্ত্রাসবাদ দমন এবং সমুদ্রবন্দরসমূহ ও অভ্যন্তরীণ নদীপথসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ বাহিনীর কার্যক্রম জাতীয় নিরাপত্তা সংরক্ষণ এবং সামুদ্রিক সম্পদসমূহের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে জাতির টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করছে।

দেশের অভ্যন্তরীণ জলভাগ ও বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণের জানমাল রক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আজ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ৩২তম বছরে পদার্পণ করেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ বাহিনীর সদস্যগণ অটল মনোবল, কঠোর পরিশ্রম, পেশাগত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জন করেছে। কোস্ট গার্ডের দৃঢ় উপস্থিতির ফলে দেশের সমুদ্র বন্দরসমূহে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে এবং সমুদ্রপথে মাদক পাচার রোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দায়িত্ব পালনের পথে যে সকল সাহসী সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, আমি তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। এছাড়াও, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের উপর অর্পিত দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম দমনের মতো চ্যালেঞ্জিং দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সঙ্গে পালন করেছে। কোস্ট গার্ডের বাস্তবমুখী ও যুগান্তকারী পদক্ষেপের অংশ হিসেবে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে টহল কার্যক্রম পরিচালনা, অপারেশন ডেভিল হান্টে অংশগ্রহণ, দেশের বিভিন্ন স্থানের থানাসমূহ হতে লুটকৃত অস্ত্র উদ্ধার এবং সচিবালয় ও দূতাবাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গত তিন দশকের ক্রমবিকাশে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আজ উপকূলীয় এলাকায় জনগণের কাছে নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। এ বাহিনীকে আরও সক্ষম ও আধুনিক করতে দেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন বেইস, স্টেশন ও আউটপোস্ট স্থাপনসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একইসঙ্গে আধুনিক জলযান, হেলিকপ্টার, হোভারক্র্যাফট, বুলেটপ্রুফ হাই-স্পিড বোট এবং মেরিটাইম সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম সংযোজনের মাধ্যমে বাহিনীর সক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের বিশাল জলসীমা বিবেচনায় ভবিষ্যতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আরও শক্তিশালী ও যুগোপযোগী বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এটাই আমার বিশ্বাস।

আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও গভীর দেশপ্রেমের সাথে পালন করে দেশ ও জাতির কল্যাণে সদা নিয়োজিত থাকবে। পরিশেষে, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সকল সদস্য এবং তাঁদের পরিবারবর্গের সুস্বাস্থ্য, সার্বিক সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের সহায় হোন।

মোঃ জিয়াউল হক
রিয়ার এডমিরাল